



DU in Media

14 December 2024

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

The Country Today



A five-member delegation led by Mr. OzgurOzyurek, Religious Service Coordinator of Embassy of the Republic of Turkey called on Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan on Friday at the latter's office of the university.

Turkish delegation calls on DU VC

DU Correspondant

A five-member delegation led by Mr. OzgurOzyurek, Religious Service Coordinator of Embassy of the

Republic of Turkey called on Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan on Friday at the latter's office of the university. Other team members
Continued to page 2

Turkish delegation

were Mr. MunirTuran, Mr. SalahuddinSayeedi, Mr. DavudCicioğlu and Mr. ErdincErdem, representatives of Istanbul Foundation for Science & Culture (IFSC).

DU Proctor Associate Professor Saifuddin Ahmed and Associate Professor of World Religion and Culture Department Dr. Abdullah Al Mahmud were present on this occasion.

During the meeting they discussed the possibilities of undertaking joint collaborative research programs between DU and different universities in Turkey. Arranging the international conference, seminar and workshop under the joint auspices of DU and IFSC were also discussed in the meeting. Besides, they discussed the possibilities of reconstruction of central mosque complex at DU with the financial support from Turkey. Turkish delegation members expressed willingness to provide scholarship for DU financially challenged students.

Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan thanked the Turkish delegation members for their visit to Dhaka University and keen interest in its academic and research activities.

কালের কণ্ঠ

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে তুরস্কের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ



● আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে গতকাল শুক্রবার তার কার্যালয়ে তুরস্ক দূতাবাসের প্রিন্সিপ্যাল সার্ভিসেস কোঅর্ডিনেটর ওজগুর ওজইউরেকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (আইএফএসসি)-এর প্রতিনিধি মি. মুনির তুরান, মি. সালাহউদ্দিন সাদ্দী, মি. দাউদ সিসিওগুলু এবং মি. এরডিন্চ এরদেম। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া, তুরস্কের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে গতকাল শুক্রবার তার কার্যালয়ে তুরস্ক দূতাবাসের প্রিন্সিপ্যাল সার্ভিসেস কোঅর্ডিনেটর ওজগুর ওজইউরেকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (আইএফএসসি)-এর প্রতিনিধি মি. মুনির তুরান, মি. সালাহউদ্দিন সাদ্দী, মি. দাউদ সিসিওগুলু এবং মি. এরডিন্চ এরদেম। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া, তুরস্কের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।

ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে তুরস্কের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি >

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে গতকাল শুক্রবার তার কার্যালয়ে তুরস্ক দূতাবাসের প্রিন্সিপ্যাল সার্ভিসেস কোঅর্ডিনেটর ওজগুর ওজইউরেকের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের (আইএফএসসি) প্রতিনিধি মুনির তুরান, সালাহউদ্দিন সাদ্দী, দাউদ সিসিওগুলু এবং এরডিন্চ এরদেম। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমদ এবং বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তুরস্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাখুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের যৌথ উদ্যোগে সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া তুরস্কের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের ব্যাপারেও তারা আলোচনা করেন।



DU in Media

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

14 December 2024

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবি মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব



আলোকিত ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ৭-দিনব্যাপী উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বক্তব্য রাখেন। মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবিএম শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মার্কেটিং বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-সচিব ড. মোহাম্মদ নেয়ামুল ইসলাম এবং আকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাসির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও

অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেলবন্ধন রচিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতিনামা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অনেক মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আত্মত্যাগকারীদের ঋণ স্বরূপে রেখে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, 'মার্ক ভেনচার' শিরোনামে বিজনেস কেস কম্পিউশন, জব ফেয়ার, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, পুনর্মিলনী, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে মার্কেটিং বিভাগ ৭-দিনব্যাপী এই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপন করে।

নয়া দিগন্ত

জনকণ্ঠ

ঢাবি মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ৭-দিনব্যাপী উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বক্তব্য রাখেন।

মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবি এম শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মার্কেটিং বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম।

ঢাবি মার্কেটিং বিভাগের ৫য় গুটির পূর্ব

আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব ড. মোহাম্মদ নেয়ামুল ইসলাম ও আকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাসির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

তিনি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইবৃন্দের



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে দ্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন মার্কেটিং বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী

শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেলবন্ধন রচিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতিনামা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অনেক মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আত্মত্যাগকারীদের ঋণ স্বরূপে রেখে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, 'মার্ক ভেনচার' শিরোনামে বিজনেস কেস কম্পিউশন, জব ফেয়ার, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, পুনর্মিলনী, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে মার্কেটিং বিভাগ

ঢাবি মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

জনকণ্ঠ ডেস্ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয়েছে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ৭-দিনব্যাপী উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বক্তব্য রাখেন। মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এবিএম-শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মার্কেটিং বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য-সচিব ড. মোহাম্মদ নেয়ামুল ইসলাম এবং আকিজ গ্রুপের চেয়ারম্যান শেখ নাসির উদ্দীন। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেলবন্ধন রচিত হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই বিভাগের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতিনামা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, অনেক মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। আত্মত্যাগকারীদের ঋণ স্বরূপে রেখে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে।



DU in Media

14 December 2024

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

Bangladesh Post

DU, DIU among top 700 universities in QS sustainability rankings

Education Desk

Dhaka University (DU) and Daffodil International University (DIU) have earned recognition among the world's top 650 universities in the 'QS World University Rankings: Sustainability 2025'. The rankings, recently published, highlight universities excelling in environmental and social sustainability initiatives.

DU has climbed to the 634th position this year with an overall score of 55.9, improving three spots from its previous rank. DIU made a remarkable leap, securing the 690th position with a score of 53.5, compared to last year's 901-920 range. These two universities are the only Bangladeshi institutions to feature within the top 1,000 globally in the sustainability rankings.

The QS Sustainability Rankings evaluate universities based on their contributions to sustainability across three key pillars: Environmental Impact, Social Impact, and Governance. This assessment reflects the institutions' efforts to address pressing global challenges through education, research, and community engagement.

In addition to DU and DIU, 13 other Bangladeshi universities have been included in the rankings. Rajshahi University is ranked in the 1081-1100 bracket, followed by Jahangirnagar University in the 1301-1350 range. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University and Bangladesh Agricultural University ranked within 1351-1400, and American International University-Bangladesh, Bangladesh University of Engineering and Technology, and BRAC University secured spots in the 1401-1450 range. Independent University Bangladesh, Khulna University, and Shahjalal University of Science and Technology were placed in the 1501+ bracket.

Globally, Canada's University of Toronto topped the rankings with a perfect score of 100, followed by ETH Zurich, Lund University, University of California, Berkeley, UCL, and the University of British Columbia.

This achievement underscores the growing contributions of Bangladeshi universities to sustainability on a global platform.



ইনকিলাব



যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইম্পোরিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে সম্প্রতি এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ক্রটিন দায়িত্বে নিয়োজিত ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং ইম্পোরিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির স্কুল অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজির সহযোগী ডিন অধ্যাপক ড. উইলিয়াম ফিলিপস নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি



DU in Media

২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

14 December 2024

ইনকিলাব



আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে গত মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে 'মানবাধিকার রক্ষায় যুবসমাজকে কুমতায়ন' শীর্ষক এক ইন্টারেক্টিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থা 'আমরা নারী' যৌথভাবে এই সেশন আয়োজন করে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশ রূপান্তর

ঢাবিতে গবেষণা ও শিক্ষায় ফিরছে প্রাণ

রামজাদ হোসেন কান্ন

ই দশক ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) গবেষণা-শিক্ষক রাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির প্রভাব, গণরুম, গোলকুম, ছাত্রলীগকে কেন্দ্র করে হানাহানি, শিক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম, ফুল্প্রীতি বা স্বাভিবাঞ্ছিত নানা অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণা বা শিক্ষা কার্যক্রমকে অস্বাভাবিক মুখে ফেলে।

বিশিষ্ট প্রমুখিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বাত। যার ফলাফল বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় উল্লেখযোগ্য অবস্থানে ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষার মদন-ও দুশমান উন্নতি না হওয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীরাও আগ্রহ হারিয়েছেন ঢাবি থেকে। তবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্র কিছুটা হলেও পাল্টেছে। দশদশদিকের রাজনীতি ছাপিয়ে বেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে ক্যাম্পাস। আবাসিক হলে

কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শিক্ষা-গবেষণার মানে, উন্নতি হচ্ছে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে

ফিরেছে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। গণরুম-গোলকুমের যুগ পেরিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও স্বাধীনভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে। যার ফলে ফিরেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ। প্রভাব পড়ছে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়েও (সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা)। সর্বশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের পৃষ্ঠা ১১ কলাম ও ১

ঢাবিতে গবেষণা ও শিক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)
(কিউএস), এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১১২তম, যা গত বছর ছিল ১৪০তম। সে হিসাবে এবারের র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ ধাপ এগিয়েছে। কিউএসে গত ৬ নভেম্বর এই তালিকা প্রকাশ করে। কিউএস বিশ্বসেরা টেকসই বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় তৃতীয়বারের মতো বিশ্বসেরা ১ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৩৪তম স্থান লাভ করে বাংলাদেশ থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গত ১০ ডিসেম্বর 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস : সাসটেইনেবিলিটি ২০২৪' শীর্ষক এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। গত এক যুগের র‍্যাঙ্কিং পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কিউএস র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই ছয়শর ঘরে উঠতে পারিনি। ২০১৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ছিল আটশর ও পরে। চলতি বছর থেকে র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি হচ্ছে। এর আগে গত জুন প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে সর্বোচ্চ ৫৫৪তম স্থান অর্জন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীতের লক্ষ্যে সব অনুষদের তিন, সব হলের প্রাধিকার ও হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, সব বিভাগের চেয়ারম্যান, সব ইনস্টিটিউট ও সেন্টারের পরিচালক এবং অফিসপ্রধানদের অংশগ্রহণে গত ৮ অক্টোবর সিনেট ভবনে 'ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড র‍্যাঙ্কিং' বিষয়ক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহ সাধন, ভাটী মন্ত্রণে এবং ওয়েবসাইটে গবেষণা ডকুমেন্টেশন সংরক্ষণসহ বিভিন্ন কাজে গতিশীলতা আনতে বিভাগ ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। টাইম হাজার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিং সাব-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলাম এবং ইমপ্যাক্ট র‍্যাঙ্কিং সাব-কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্ত্তজা সভায় ধারনাপত্র উপস্থাপন করেন। বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা বাড়ানের উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন। সম্প্রতি ঢাবি এবং টেকিও বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাপানের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে যৌথ গবেষণা কর্মসূচী চালুর বিষয়ে ঢাবি উপ-উপাচার্যের (প্রশাসন) সঙ্গে জাপানের নিউট্রিমার ও রেডিয়েশন বিশেষজ্ঞদের আলোচনা হয়েছে। যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করতে যাদের ইউজান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উপাচার্যের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর বিষয়ে চীনের ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিজিওনাল স্টাডিজ এবং স্থল অব ইন্টারন্যাশনাল চাইনিজ স্টাডিজ এডুকেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উপাচার্যের আলোচনা হয়েছে। ঢাবির ক্রিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, কুইপ মারি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, ক্রেনেল ইউনিভার্সিটি, বারাসান হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও ক্রিভুন ইউনিভার্সিটির মধ্যে কখনোইয় অনলাইন গবেষণা সভার আয়োজন করা হয়েছে। যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়। প্রতিনিধিরা উপাচার্যকে স্বল্পবায় সব সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

২৮ আগস্ট অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান ঢাবির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। আবাসিক ভাষাতে গণরুম প্রথা বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং মেঝের ভিত্তিতে আসন বসান ছা চালু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী ১২টি, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেজাম মুজিব হলে ২৮টি, রোকেন্দা হলে ২৯টি শামসুন নাহার হলে ২৪টি বাত বেত স্থাপন করা হয়েছে। আন্ডারগ্রাজুয়েট গ্রামের সব অসাজল শিক্ষার্থীকেও হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দ্বারা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ চলাচলের স্বার্থে প্রথমবারের মতো ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। রণীনের নিরাপত্তা ও খননহীন নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যাম্পাসের সাত প্রবেশপথে রয়ার (প্রতিবেদক) ও সিকিউরিটি অ্যান্ড সার্ভিলেঞ্চ ব্লক সচল করা হয়েছে। রক্তা শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসন ও বিশ্ববাংকের আর্থিক সহায়তায় রক্তা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববাংকের প্রতিনিধিদল শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ও বাংলাদেশ-রক্ত মৈত্রী হল পরিদর্শন করে। অগ্ন্যুত্থান হলের শিক্ষার্থীদের জন্য নবনির্মিত শুল ভবন এবং আবাসিক শিক্ষকদের জন্য নবনির্মিত অধ্যাপক অনুধৈপায়ন চার্ম আবাসিক শিক্ষক ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। জাইকার আর্থিক সহায়তায় রক্তা জন্য একটি হল নির্মাণের ব্যাপারে কোম্পানির সঙ্গে জাইকা প্রতিনিধিদলের লাতনা হয়েছে। তুরস্কের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। এ ছাড়া, শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার ইন্টারনেট ও পেওয়ার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তিনটি তলায় ৩৮টি ইফাই এডভান্স পয়েন্ট স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি চর্চার প্রকৃতি ও ধরন বিষয়ে প্রধান অংশীজনের আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সুপারিশ র জন্য স্থায়ীভাবে ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ডাকসু চর্চা, আবাসিক হলে ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নসহ দুই বিষয়ে প্রধান অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা, মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণে চার্টার অফিসে পরামর্শ বাস্তব স্থাপন ও ইমেইল আইডি চালু করা হয়েছে। মধ্যে ডাকসু নির্বাচন নিয়েও ইতিবাচক ভাবনা জন্মিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সঙ্গে ঢাবির উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমদ বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণায় আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। আরও বেশি পাঠ্যোগী করে গড়ে তুলতে কামিউল্যামেও পরিবর্তন আনিচ্ছি। বিদেশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম বাড়াচ্ছি। বিদেশি শিক্ষার্থীরাও যাতে নে পড়তে আগ্রহী হয়, সে উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করছি।' স্বাগ্রে ঢাবির আরেক উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সায়ম হক বিদিশা বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে নজর দিচ্ছি। আবাসন সংকট আমাদের জন্য বাধা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনে আমরা জোর দিচ্ছি। ডাকসু নির্বাচন এবং ছাত্র রাজনীতি নিয়েও বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ দিচ্ছে।' এক বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমদ খান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'রক্তা দায়িত্ব গ্রহণ করার ১০০ দিনে শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ এবং রক্তা পরিচালনা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ আমাদের সবচেয়ে কনসার্নের (মনোযোগের) বিষয়। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে চেলে সাজানোর ি করছি। সবায় সহযোগিতা পেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানজনক স্থানে ছে দিতে পারব।'